সংবাদ

তারিখ 25 JUL 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

খুবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষক কর্মকর্তাদের অবস্থান কর্মসূচি

খুলনা ব্যুরো

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের প্রতিবাদে সিন্ডিকেট সভা চলাকালীন অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। গতকাল বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভাকক্ষের বাইরে এ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। পরে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।

গতকাল বিকেল ৩টায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫৯তম সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিন্ডিকেটে অন্যান্য আলোচ্যসূচির সঙ্গে কয়েকটি ডিসিপ্লিনের শিক্ষক নিয়োগ অনুমোদনের কথা ছিল। এসব নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়মের উল্লেখ করে তার প্রতিবাদে সভাকক্ষের সামনে অবস্থান নেয় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম বলেন, গণিত ডিসিপ্লিনে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ বোর্ড ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাতিলকৃত প্রার্থীর পক্ষে সুপারিশ করেছে। তিনি বলেন, সুপারিশকৃত প্রার্থী রিতা মজুমদার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকে ৫০তম শিক্ষার্থী এবং সাবেক উপ-উপাচার্য প্রয়াত অধ্যাপক ড. পূর্ণেন্দু গাইনের স্ত্রী। ২০১০ সালে তাকে নিয়োগের সুপারিশ করায় রাষ্ট্রপতির নির্দেশে পূর্ণেন্দু গাইন চাকরিচ্যুত হন এবং রিতা মজুমদারের নিয়োগ বাতিল করা হয়।

শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এআরএম মোস্তাফিজার রহমান বলেন, রিতা মজুমদারসহ কয়েকটি নিয়োগের ব্যাপারে তাদের আপত্তি রয়েছে। সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিনে নিয়োগ বোর্ড এতজনকে সুপারিশ করেছে যার বিরুদ্ধে আবাসিক হলে বসে মাদক গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, এসব প্রার্থীর ব্যাপারে বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ সিন্ডিকেটে দেয়া হয়েছে। বিতর্কিত এসব প্রার্থীকে নিয়োগ দেয়া হলে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানান।

প্রায় ৪০ মিনিট অবস্থানের পর বিকেল ৩টা ৪০ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাইফুদ্দিন শাহ এবং উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. ফায়েকউজ্জামান ঘটনাস্থলে আসেন। পরে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের আশ্বাসে আন্দোলনকারীরা তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।

অপরদিকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি জালিয়াতির ঘটনায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সিটি মেয়র এক বিবৃতিতে বলেন, তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান-খুলনা কেন্দ্রের নামে ওই জমি অধিগ্রহণ করা হয়। পরে রেডিও সেন্টারটি যশোর রোডের পাশে নূরনগর নামক স্থানে স্থানান্তর করা হয় এবং খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে রেডিও সেন্টারের নামে অধিগ্রহণ করা সম্পূর্ণ জমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে প্রদান করা হয়। সে হিসেবে এখানে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি থাকার কথা নয়। কিন্তু কতিপয় অসাধু ব্যক্তি কর্তৃক খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি আত্মসাৎ করার অভিযোগ ওঠায় বিগত কয়েক মাস ধরে বিষয়টি নিয়ে খুলনাবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। সিটি মেয়র ওই জমি ব্যক্তি মালিকানায় কীভাবে হলো তা সুষ্ঠু তদন্ত, দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং জমি পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।